দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 APR 1988
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

015 022

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য উপকরণ

—মুনতাসীর মামুন
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই খুব সম্ভব সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার যা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিতে পূর্ণ। ঢাকা কলেজ লাইব্রেরীকে (যা গড়ে ওঠেছিলো উনিশ শতকে) কেন্দ্র করেই যাত্রা শুরু হয়েছিলো এ গ্রন্থাগারের। গত ষাট বছরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়মিত গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করেছেন বই কিনে, এ ছাড়া অনেকে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ দান করে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। বর্তমানে গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি সব মিলিয়ে গ্রন্থাগারে সংগ্রহের সংখ্যা ছয় লাখের কাছাকাছি।

ঢাকা বিশ্ববিদালয় গ্রন্থাগারের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশের পাণ্ডুলিপি বিভাগ। এ বিভাগে রক্ষিত আছে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের দানকৃত ও পরে নানাসূত্রে সংগৃহীত বাংলা পুঁথির ভাণ্ডার। দক্ষিণ এশিয়ায় খুব সম্ভব এতো সমৃদ্ধ সংগ্রহ আর কোথাও নেই।

যত্নের অভাবে সংগ্রহের কিছু পুঁথি বিনষ্ট হয়েছে, চুরি গেছে। তবুও যা আছে তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা যায়নি। সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহে চতুর্দশ শতকের শাহ মুহম্মদ সগিরের ও ইউসুফ জুলেখা (১৩৮৯-১৪০৯), দৈনউদ্দিনের 'রসুল বিজয়' (১৪৭২-৭৩) প্রভৃতি অতি দুস্প্রাপ্য পুঁথি আছে। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এ সংগ্রহের ৩৯২টি পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, পরে বিবরণটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে. অধ্যাপক মনিরুজ্জামানও সম্প্রতি এ ধরনের একটি তালিকা তৈরী করেছেন যা প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

উর্দু, ফার্সী ও আরবী পাণ্ডুলিপির ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ, কিন্তু এখন খুব কম গবেষকই এ ভাষাগুলো চর্চা করছেন। ফলে, গ্রন্থাগারের এ ভাণ্ডার এখনও অনেকটা অনাবিস্কৃত। অধ্যাপক এ,বি,এম হাবিবুল্লাহকৃত আরবী, ফার্সী পাণ্ডুলিপির তালিকা (দু' খণ্ড) থেকে আমরা কিছুটা জানতে পারি। দু'খণ্ডের এ তালিকা প্রকাশ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া আছে বহু দুষ্প্রাপ্য ফার্সী আরবী বই যার খোঁজ আমরা জানি না।

ইংরেজী ও বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্রে ও সমৃদ্ধ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য অনেক পত্রপত্রিকা আছে মাইক্রোফিল্মে। এর মধ্যে কিছু পত্রপত্রিকার নাম করছি—'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (১৭৮৪-১৮৮৩), 'বেঙ্গল : পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট' (১৯০৭-১৯৬২), ক্যালকাটা রিভিউ, (১৮৮১-১৯২৭), এডিনবার্গ রিভিউ (১৮০২-১৮৮৯), 'জেন্টেলম্যানস ম্যাগা-

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 APR 1988
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

জিন' (১৭৩০-১৮৪৪), ইণ্ডিয়ান এন্টিকুয়ারী' (১৮৭২-১৯৩৩), 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক' (১৮৩০-১৯৩৮), 'জার্নাল অফ দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট বৃটেন' (১৮৩৪-১৯৫২), 'নোটস এণ্ড কোয়ারিস' (১৮৫৬-১৯৭৫), । বাংলা পত্র-পত্রিকার মধ্যে আছে ভারতবর্ষ প্রবাসী,পরিচয়,রূপম (১৯২২-২৮) প্রভৃতির প্রথম দিককার সংখ্যা সমূহ। মাইক্রোফিল্মে আছে "আজাদ (১-১১ বর্ষ), 'ছোলতান', ইস্ট বেঙ্গল টাইমস ঢাকা নিউস প্রভৃতি। তবে গ্রন্থাগারের সেরা সম্পদ হচ্ছে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ-এর প্রায় একশ' বছরের ফাইল।

দুষ্প্রাপ্য না হলেও জাতিসংঘের সমস্ত প্রকাশনা রক্ষিত আছে গ্রন্থাগারে। আছে ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট, প্রশাসনিক রিপোর্ট, আদমশুমারি, ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রভৃতি। বাংলাদেশ সম্পর্কে গবেষণার জন্য এ সব অপরিহার্য। আছে বার্মা সম্পর্কে সিদ্দিক খানের সংগ্রহ (রিপোর্ট) দশবারো খণ্ডে বিভক্ত রিপোর্টটি এখন (টাইপ করা) পর্যন্ত প্রায় অব্যবহৃত। ল রিপোর্ট, কাউন্সিল এবং লেজিস-লেটিভ এসেম্বলি প্রসিডিংসও আছে প্রচুর।

শিল্পকলা বিষয়ক বই, ক্যাটালগও আছে অনেক, এর মধ্যে আছে যেমন ইয়াজদানীর অজন্তা চিত্রমালা, তিনখণ্ডে মার্শালের মমুমেন্টস অফসাঁচী যা এখনও কিনতে গেলে প্রয়োজন হবে স্বর্ণমুদ্রার।

সাধারণ বিষয়ে (ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন) বইয়ের আধিক্য এতো যে নির্দিষ্ট বই বের করতেও সময় লেগে যেতে পারে (কারণ বইয়ের নাম্বার আছে দু'ধরনের ক্যাটালগে), এর মধ্যে দুষ্প্রাপ্য প্রথম সংস্করণের বইও কম নয়। এগুলো এখনিই বাছাই করে আলাদা করে রাখা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়,সারাদেশের সম্পদ। এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নয়, সরকারেরও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যেমন, গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ না হলেও কিছু কিছু অংশ (যেখানে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি আছে) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, নয়ত কয়েক বছর পর এগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে। গ্রন্থাগারে কি আছে তা জানানো গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। কিন্তু গত ষাট বছরে গ্রন্থাগার থেকে দু'তিনটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ছাড়া কিছুই প্রকাশিতহয়নি।

যেসব সাময়িকপত্র জার্নাল আছে সেগুলোর বিষয়ভিত্তিক পঞ্জীও জরুরী, যাতে গবেষকদের সময় ও পরিশ্রম লাঘব হয়। শুধু সংগ্রহ একটি গ্রন্থাগারের একমাত্র কর্তব্য নয়।